ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত "Bachelor of Entrepreneurship Development (BED) and BBA in Leadership" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য। (তারিখ ঃ ২২ জুন, ২০১৩, সময় ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা, স্থান ঃ ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম,পি;

বিশেষ অতিথি ঃ

- অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ;
- অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী, সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ;

জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, আহ্বায়ক, ডিবিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি;

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, জনাব সৈয়দ মারুফ রেজা, কনসালটেন্ট, ডিবিআই;

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ;

উপস্থিত প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ;

আসসালামু আলাইকুম এবং সুপ্রভাত,

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং আমার নিজের পক্ষ হতে আমি ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক আয়োজিত "Bachelor of Entrepreneurship Development (BED) and BBA in Leadership" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম,পি মহোদয়কে তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ত কর্মসূচীর মধ্যেও আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়া আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এর সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী এবং ইউজিসির সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী। আমি তাদেরকে বিশেষ অতিথি হিসেবে এ আয়োজনে যোগদানের জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন যা পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে এর সদস্য এবং ব্যবসায়ী সমাজকে নানামুখী সেবা প্রদান করে আসছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে ঢাকা চেম্বার তার একটি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ৩৮টি পলিসি পেপার তৈরী করে সরকারের নিকট পেশ করেছিল এবং সরকার অনেক সুপারিশমালা গ্রহণ করেছিল। এর ফলে দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত হয় এবং বিগত বছরগুলোতে ৬% হারে ডিজিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধি আরও বাড়িয়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য আমাদের আরো অনেক আধুনিক ও দক্ষ উদ্যোক্তা প্রয়োজন। বিদেশেও এখন তৃতীয় বিশ্বের উদ্যোক্তাদের কদর দিন দিন বাড়ছে। সেখানে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তাদেরকে মাইগ্রেশনসহ বিভিন্ন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও ভাবমূর্তী উজ্জ্বল করার জন্য আমাদের এসকল সুযোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ঢাকা চেম্বার সেলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে এ চেম্বারের সেবা বিভিন্নভাবে বহুমূখীকরণ করা হয়েছে এবং সেবার মানও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে এ চেম্বার দেশে একমাত্র আইএসও সনদপ্রাপ্ত চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ব্যবসা শিক্ষায় পেশাদারিত্ব আনয়ন ও বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে এবং বাস্তবতার নিরিখে পাঠদানের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ১৯৯৯ সালে ডিসিসিআই বিজনেস ইনিষ্টিটিউট (ডিবিআই) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ডিবিআই বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নির্বাহীদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রশিক্ষন কর্মসূচী পরিচালিত করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ডিবিআই আধুনিক জ্ঞান-ভিত্তিক একটি প্রফেশনাল বিজনেস স্কুল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ডিবিআই কর্তৃক ব্যবসায়ী সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং Entrepreneurship Development এর জন্য ব্যবসা সম্পর্কিত নানামূখী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনার পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনান ট্রেড সেন্টার, জেনেভা এর সহযোগিতায় Supply-Chain Management এর উপর একটি ডিপ্লোমা কোর্স অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও ডিবিআই এর সম্প্রসারিত সেবার ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়ে ২০১২ সাল হতে প্রফেশনাল বিবিএ কোর্স পরিচালিত করে আসছে।

সুধীবৃন্দ,

সৃজনশীল এবং নেতৃত্বদানকারী উদ্যোক্তার অভাবে এ দেশে ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার হার বেড়েই চলেছে এবং শিল্প-কারখানাগুলোকে শিল্প কমপ্লায়েন্স এবং শিল্প বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এসকল সমস্যা প্রশমিত করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের এমন ধরনের উদ্যোক্তা তৈরি করা প্রয়োজন যারা দক্ষতা ও আধুনিক জ্ঞানের সাহায্যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহকে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে সমর্থ হবেন। এই গুণাবলী সম্পন্ন উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে উদ্যোক্তা-বান্ধব শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে।

ডিবিআই এর একটি মৌলিক ভিশন হ'ল শিক্ষিত তরুনসমাজকে উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী করে তোলা এবং এ লক্ষ্যে এমন একটি শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা যাতে করে দেশের জনগোষ্ঠির বিরাট একটি অংশ উদ্যোক্তা হওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা লাভ করে এবং নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়। কারণ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরী করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ লোক চাকুরী করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাদের শিক্ষা অর্জন করে এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সে উদ্দেশ্যে তাদের কারিকুলাম তৈরী করে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখা সমাপ্ত করে যারা কর্মসংস্থানের বাজারে প্রবেশ করে তারা প্রত্যাশিত চাকুরী না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়। অথচ এদের মধ্যে অনেকেই সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পাশাপাশি অন্যের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে পারে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে উদ্যোক্তা তৈরীর মানসে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে যাতে এটি শুধুমাত্র সার্টিফিকেট নির্ভর না হয়।

বাংলাদেশে রাজস্ব আহরনের পরিমান গত ১২ বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে ট্যাক্স আদায়। কাজেই সরকারের রাজস্ব আহরণে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতোমধ্যে সরকার পিপিপি এর মাধ্যমে বৃহৎ আকারের প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর সফল বাস্তবায়ন করতে হলে ইনোভেটিভ উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আজকের এ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের মূল লক্ষ্য হ'লঃ

১. উদ্যোক্তা তৈরী এবং তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিবিআই কলেজে "BBA for Entrepreneurship and Leadership Development" শীর্ষক চার বছর মেয়াদী একটি বিশেষায়িত বিবিএ প্রোগ্রাম চালু করা;

২. শিক্ষিত তরুণ সমাজকে উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী করে তোলা এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা;

৩. দেশের স্বনামধন্য সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরীর এ মহতী উদ্যোগের সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা।

ডিবিআই-এর কনসালটেন্ট জনাব সৈয়দ মারুফ রেজা Bachelor of Entrepreneurship Development (BED) and BBA in Leadership এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। আশা করি উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এ বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে ডিবিআইকে একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবেন।

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বারের উল্লেখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বেশকিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আমি এখন এ ধরনের কিছু উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করছি ঃ

- **২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরী এবং Entrepreneurship & Innovation Expo 2013 আয়োজন ঃ** এবছর জুন - অক্টোবর সময়ে বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, সারা দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রচারণার মাধ্যমে বিভিন্ন খাত অনুযায়ী ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করে তাদেরকে নিয়ে দুই দিন ব্যাপী "DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013" আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের শিল্প উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নানামুখী সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা ঢাকা চেম্বারের ঐতিহ্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ২০০০ নতুন উদ্যেক্তা তৈরী এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের এ উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে এবং এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারকে সহযোগিতা করছে। আমি আশা করি ঢাকা চেম্বারের এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী ও কার্যকরী উদ্যোগ এবং সৃষ্টিশীল কাজে অনেকেই অনুপ্রাণীত হয়ে ভবিষ্যতে এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন।

- **ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক স্থাপন ঃ** ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্য সহ দেশী-বিদেশী সকল ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদেরকে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ হেল্প ডেস্ক থেকে নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা নিবন্ধন থেকে শুরু করে ব্যবসা সংক্রান্ত সব ধরনের সহযোগিতা নিতে পারবেন। এ হেল্প ডেস্কটি বাংলাদেশ ব্যাংক, আরজেএসসি, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, এনবিআর, বিনিয়োগ বোর্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকবে। ইতোমধ্যে ডিসিসিআই এবং আরজেএসসি'র মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- **বিল্ড প্রকল্প কর্তৃক Business Start-up Licenses গাইড বই প্রকাশ ঃ** ব্যবসায় উদ্যোক্তা বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তাদের দিক্‌নির্দেশনা এবং গাইডলাইন প্রদানের জন্য ঢাকা চেম্বারের Business Initiative Leading Development (BUILD) কর্তৃক একটি Business Start-up Licenses গাইড বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে প্রতিযোগী করে মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে হলে উদ্যোক্তাদেরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহন করা আবশ্যক। এলক্ষ্যে বাংলাদেশে বিএফটিআই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ঢাকা চেম্বার এ প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই সহযোগিতা করে আসছে।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী

আপনারা জানেন বিল গেটস, স্টিভ জবস, ওয়ারেন বাফেট প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এখন বিশ্ব বরেন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাদৃত, কারণ তাঁরা ইউএস সরকারের চেয়ে কম ক্ষমতাশালী নয়। এ রকম অনেক বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব যেমন ড. মুহম্মদ ইউনুস, স্যার ফজলে হাসান আবেদ, প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী, প্রয়াত জহুরুল হক, প্রবাসী বাংলাদেশী হিসেবে খান একাডেমির জনাব সালমান খান, এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল আহমেদ সহ অনেকে দেশে ও বিদেশে নিজেদের উদ্যোক্তাসূলভ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করেছেন।

যথাযথ উদ্যোক্তসূলভ জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ী শিল্প কারখানা সঠিকভাবে পরিচালনা এবং দেশ ও বিদেশের মান ও নিয়মনীতি অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছে না। যার প্রতিফলন দেশে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৃশ্যমান হচ্ছে। অদুর ভবিষ্যতে আমাদের তরুণ উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেবেন। এ উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেত্রীবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন।

আমাদের কোরিয়া ও জাপানের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে, যেখানে এসব দেশ তাদের তরুণ উদ্যোক্তাকে প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে এবং সম্মান দেয়। এজন্য এসব দেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও চাই আমাদের তরুণ প্রজন্ম উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখুক এবং দেশে ও বিদেশে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করুক। আমরা চাই আমাদের মান সম্পন্ন পণ্য সারা পৃথিবীতে প্রবেশ করুক এবং এক্ষেত্রে ভবিষতে আমাদের নতুন ও উদ্যোমশীল তরুণ উদ্যোক্তা বিশ্ব বাজারে প্রবেশে নেতৃত্ব দেবে। তাহলে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হলেও বিশ্বব্যাপী উচ্চ সম্মান লাভ করতে সক্ষম হবো।

আমাদের তরুণ প্রজন্ম সৃজনশীল পণ্য ও প্রকল্প এবং ব্যবসায়ীক ভাবনা তৈরী করুক। এটা অত্যন্ত দুঃখ্যের বিষয় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে নজর দেওয়ার সময় কারও নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ ইতোমধ্যে এ বিষয়টির দিকে সুনজর দিয়েছে এবং ডিসিসিআইও এ বিষয়ে সম্ভাব্য সব কিছু করছে।

সকল পেশার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি না বলে পরছিনা যে, সকল পেশাদার লোক বড় বড় কোম্পানীতে ভালো চাকুরীর জন্য স্বপ্ন দেখে যেখানে গেলে বেশী বেতন ও সুবিধা পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সফল উদ্যোক্তারাই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমাদের নতুন প্রজন্মকে এমনভাবে শিক্ষন ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা মনে এ স্বপ্ন লালন করে যে, "আমার জীবনের লক্ষ্য আমি উদ্যোক্তা হব"। তারা যেন চাকুরী না খুঁজে যেন বলে যে আমি আমার দেশে চাকুরী সৃষ্টি করব।

মাননীয় মন্ত্রী,

আপনি আমাদের সাথে একমত হবেন যে, বাংলাদেশে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত তেমন কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কারিকুলাম গড়ে ওঠেনি। তাই ঢাকা চেম্বার মনে করে ডিবিআই কলেজে "BBA for Entrepreneurship and Leadership Development" শীর্ষক চার বছর মেয়াদী একটি বিশেষায়িত বিবিএ প্রোগ্রাম চালু করা হলে দেশের মেধাবী তরুণ সমাজ সফল ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হবে। পর্যায়ক্রমে Entrepreneurship এবং Leadership Development এর উপর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডিবিআইকে ভবিষ্যতে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইন্সটিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে উল্লেখিত বিষয়ের উপর এমবিএ প্রোগ্রাম পরিচালনার পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। এর ফলে আমাদের শিক্ষিত তরুণ সমাজের বিরাট একটি অংশ উদ্যোক্তা হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করবে এবং বাংলাদেশকে ব্যবসায়ের অন্যতম একটি hub হিসেবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বার দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এবং ঢাকা চেম্বারকে সহযোগিতার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা চেম্বারকে সহায়তা প্রদানের জন্য MOU স্বাক্ষর করতে পারে যেখানে ঢাকা চেম্বারের উন্নতমানের শিক্ষা অবকাঠামো ও ভাবমূর্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে বিশ্বদ্যিালয়গুলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষাসূচী তৈরী করবে এবং প্রস্তাবিত বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে ডিবিআই এর আর্থিক বিষয় বিবেচনা করে পারস্পারিক স্বার্থে ঢাকা চেম্বারের সাথে MOU স্বাক্ষর করতে পারে। তবে এ কোর্সটি টেকসইভাবে পরিচালনার জন্য যা ব্যয় হবে তা তাদের সিএসআর প্রোগ্রাম এর আওতায় করতে হবে। ডিসিসিআই কোন রয়েলটি বা অন্যান্য চার্জ বহন করবে না। আমি আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

মাননীয় মন্ত্রী আপনি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে বলিষ্ঠ ও সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এজন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক উদ্যোক্তা ও নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে ডিবিআই কলেজে "BBA for Entrepreneurship and Leadership Development" শীর্ষক চার বছর মেয়াদী একটি বিশেষায়িত বিবিএ প্রোগ্রাম চালু করার জন্য আপনার সদয় দিক্-নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

বিশ্ববিদ্যলয় মঞ্জুরী কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ইউজিসি এর কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন করেছেন, এজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

ঢাকা চেম্বারের এই মহতী উদ্যোগকে সত্যিকার অর্থে সফল করার জন্য দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে তা সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়নের যে উদ্দেশ্য আছে তা বাস্তবায়নে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়ীত করব না। আপনাদের সদয় উপস্থিতির জন্য এবং ধৈর্য সহকারে আমার দীর্ঘ বক্তব্য শোনার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই